এখনও আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু শেখা বাকী আছে, বিন্দ্রাজী!

একজন যথার্থ ক্রিকেট এবং ক্রিকেট সংক্রান্ত সবকিছুকে ভালবাসেন এমন লোক, এটাই হয়ত আমার বন্ধু, গাইড এবং অসাধারণ একজন ক্রিকেট প্রশাসক, বিন্দ্রাজীর পরিচয়, যিনি এবার অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। 36 বছরেরও বেশী দিন ধরে সক্রিয়রূপে একটি প্রতিষ্ঠান, যা বর্তমানে পাঞ্জাব ক্রিকেট এ্যাসোসিয়েশন (PCA) নামে খ্যাত তাকে গড়ে তোলা, BCCI এবং ভারতীয় ক্রিকেটের সঙ্গে-সঙ্গে অবশ্যই ICC এবং বিশ্ব ক্রিকেটে নিজের অবদান প্রদান করার মাধ্যমে, ইন্দ্রজিৎ সিং বিন্দ্রা, এই জেন্টলম্যান্স গেমে যদি স্থায়ী পরম্পরা বলে কিছু থাকে তবে তার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সমাদৃত হবেন।

একজন দক্ষ ক্রিকেট প্রশাসক, স্বতন্ত্র এবং নির্ভীক ব্যক্তি এবং তার চেয়েও বড় কথা এক আশ্চর্য্যজনক চমৎকার মানুষের সঙ্গ পেয়ে এবং তাঁর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়ে আমি যে শুধু আনন্দিতই তাই নয়, সঠিকভাবে বলতে গেলে আমি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করি। আমার বন্ধু ক্রিকেট সংক্রান্ত বিষয়ে বিশ্বস্ত এবং ক্রিকেটের প্রশাসন বিষয়ে একজন পরামর্শদাতা বিন্দ্রাজী আমাকে তাঁর ছায়ায় নিয়ে যাওয়ার এবং ক্রিকেটের বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা আমার সঙ্গে শেয়ার করার ফলেই আমি এই খেলাটির প্রতি সত্যি-সত্যিই আকৃষ্ট হই। তাঁর প্রিয় এই খেলাতে কোন অপ্রিয়কর ঘটনা ঘটলে চুপচাপ বসে তিনি কখনওই থাকেন নি, প্রায়ই তাঁকে BCCI-এর বিরুদ্ধেও মত প্রকাশ করতে দেখা গেছে কিন্তু যেবিষয়ে তিনি বিশ্বাস করেন সেবিষয়ে আমি কখনও তাকে পিছুপা হতে দেখিনি।

মোহালির PCA-র আলোকোজ্জ্বল হলে বিন্দ্রাজীর সঙ্গে হাঁটার এত সুখস্মৃতি আমার আছে যে এই খেলার থেকে তাঁর সরে দাঁড়াবার কথাটা আমার ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না। তার থেকেও বেশী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তাঁর অধীনে PCA এবং ভারতীয় ক্রিকেটকে ক্রমশঃ আরও বেশী শক্তিশালী হয়ে উঠতে দেখার সুযোগ আমি পেয়েছি। এবিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই যে PCA ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম এক চমৎকার স্টেডিয়াম বিশ্বের সর্বোৎকৃষ্ট স্টেডিয়ামগুলির সঙ্গে তুলনীয়। বিন্দ্রাজীর প্রিয় PCA স্টেডিয়ামে 2011 সালের ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপে ভারত-পাকিস্তানের সেমিফাইন্যালের আয়োজন করাই যে তাঁর উজ্জ্বল কর্মজীবনের সবচেয়ে দীপ্ত মুহূর্ত সেকথা বলা বাহুল্য।

সব উল্লেখনীয় বিষয় হল যে PCA তাঁর মুকুটের মনি হওয়া সত্তেও বিন্দ্রাজী এছাড়া বহু কৃতিত্বের অধিকারী এবং সেটাই তাঁর চরিত্রগত বৈশিষ্ট যে তিনি নিজের প্রিয় খেলা ক্রিকেট এবং ক্রিকেটারদের মঙ্গলের জন্য নিরলস কাজ করে গেছেন। আমার মতে বিন্দ্রাজী এক এমন পথিকৃৎ যিনি এই খেলাটির যথার্থ মূল্য বুঝেছেন এবং এর সত্যিকার সম্ভাবনাকে তুলে ধরার জন্য এই খেলাটির সঠিক বিপণন করতে সাফল্য অর্জন করেছেন। তিনি ভারতীয় ক্রিকেট প্রশাসকদের মধ্যে সেই কয়েকজনের অন্যতম ছিলেন যা ভারতীয় ক্রিকেটের টেলিভিশন মার্কেটে উপস্থিতির বিরাট লাভের কথা বুঝেছিলেন এবং এই ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার সুযোগ আমার হয়েছে, যখন আমি BCCI-এর জগতে প্রবেশ করেছিলাম।

মনে হয় যেন মাত্র গতকালই আমার বিন্দ্রাজীর সঙ্গে প্রথমবার দেখা হয়েছিল আর কি আশ্চর্য্য ক্রিকেট প্রশাসনে আমার কাজ শুরু হয়েছিল তাঁর উল্টোদিকের টেবিলে বসে। আমি ভারতে স্পোর্টস পে চ্যানেলগুলির ডিস্ট্রিবিউশনের মাধ্যমে একটা ব্যবসা দাঁড় করাবার চেষ্টা করছিলাম এবং আমার মনে হয় যে তখন সম্ভবতঃ বিন্দ্রাজীই ছিলেন একমাত্র লোক যিনি অনেক আগেই ধরে ফেলেছিলেন যে অন্যান্য ব্যবসার বিপরীত স্পোর্টসের ব্যবসার 'সমস্ত ধর্ম এবং সমস্ত জাতির' জনতার মধ্যে সমানভাবে বিস্তারলাভের যোগ্যতা আছে এবং হয়ত সেই কারণেই তিনি আমাকে ESPN Sports-এর মাধ্যমে ভারতে টেলিভাইজড্ ক্রিকেট নিয়ে আসতে সাহায্য করেছিলেন।

আমার মনে হয় বিন্দ্রাজী সেই সময়েই বুঝে ফেলেছিলেন যে, 'লাইভ' স্পোর্টস একটা এমন জিনিষ যা ভারতীয় টেলিভিশন দর্শকেরা পয়সা দিয়ে দেখতে চাইবেন। সম্ভবতঃ সেই সময়ে বিন্দ্রাজী এবং ডালমিয়াজী এমন দুজন ব্যক্তি ছিলেন যাঁরা প্রায় দুই দশকেরও আগেই ব্রডকাস্টিং অধিকারের মূল্য বুঝতে পেরেছিলেন।

আমার বিশেষ করে মনে আছে যে আমি ESPN-এর মাধ্যমে ইংল্যাণ্ড এবং ওয়েল্স ক্রিকেট বোর্ড, BCCI ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ক্রিকেট, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এবং শ্রীলঙ্কা-র ব্রডকাস্টিং রাইটস্ কিনে নেওয়ার পর বিন্দ্রাজী আমাকে বলেছিলেন যে এই ব্যবস্থার উন্নতির জন্য আমার উচিৎ এই কাজে যোগ দেওয়া এবং এর ভেতরে থেকে এর উন্নতিসাধন করা।

এবং সেই তখন থেকেই আমার ভারতীয় ক্রিকেটের প্রতি সত্যিকারের আগ্রহের সঙ্গে সত্যিকারের ভালবাসার শুরু হল। যখন আমি প্রথমে BCCI এবং পরে সারা বিশ্বের কাছে ইণ্ডিয়ান প্রিমিয়ার লীগ (IPL) সংক্রান্ত আমার ভাবনাটি পেশ করেছিলাম তখন তিনিই সেইক্ষণে আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর পথনির্দেশ, দিনে কিংবা রাতে আমার কাছে শুধু একটি ফোন কলের দূরত্বে প্রতিনিয়ত থেকেছে। তাঁর কাছে তাঁর আরেকটি ভূমিকা খুব প্রিয় হয়েছিল যখন ICC-র প্রিন্সিপ্যাল এ্যাডভাইজার হিসেবে তিনি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা এবং চীনে গিয়েছিলেন, বিশ্বের দুটি বৃহত্তম বাজারে ক্রিকেটের উন্নয়নের জন্য একটি প্ল্যান তৈরী করতে।

সুতরাং, এটা লিখবার সময় এই বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারি মানুষটি ক্রিকেটের জন্য নিজের কর্মের মধ্য দিয়ে যে দীর্ঘ পরম্পরা রেখে যাচ্ছেন সেগুলো সব আমার মনে পড়ছে।

তাঁর এই অবসর গ্রহণের ফলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হবে তাতে ভারতের ক্রিকেট দীনতর হবে কারণ ক্রিকেট প্রশাসক হিসেবে তাঁর অসাধারণ বিশাল ভূমিকা পূরণ করা সহজ হবেনা। আমি তাঁকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং আমি জানি যে ভারতীয় ক্রিকেটিং ব্যবস্থার উন্নতির জন্য শুধু আমিই নই যেকেউ তাঁর সাহায্য অথবা পরামর্শ নিতে চাইলে তিনি তার জন্য সর্বদা সুলভ থাকবেন।

আমার ট্যুইটার এ্যাকাউণ্ট @lalitkmodi-র মাধ্যমে BCCI এর সঙ্কট সম্পর্কে আমার চিন্তাভাবনা জানতে পারেন।